10468 - আসমানী কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন

আল্লাহ্ যে নবীগণকে পাঠিয়েছেন তাঁরা কারা এবং যে কিতাবগুলো নাযিল করেছেন সেগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আল্লাহ্ যখন আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং তাঁর বংশধরগণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তিনি তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অহী নাযিল করেছেন। কিন্তু, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে; আর কেউ কুফরি করেছে: "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিল।"[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ্ যে আসমানী কিতাবগুলো নাযিল করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রধান চারটি: তৌরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। "তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:০৩]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "আর আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৫]

নবী-রাসূলগণের সংখ্যা অনেক। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের কারো কারো কাহিনী আল্লাহ্ আমাদেরকে অবহিত করেছেন; আর কারো কারো কাহিনী আমাদেরকে অবহিত করেননি: "আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি"[সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ্ যত কিতাব নাযিল করেছেন সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা এবং যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি

কুফরী করে সে সুদূর বভ্রিান্ততিে পততি হলো।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৩৬]

রাসূল ও নবী হচ্ছে— একই অভধিার দুইটি নাম। নবী-রাসূল হচ্ছনে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে মনোনীত করে মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদতরে দকিে দাওয়াত দয়োর জন্য, আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার করার জন্য পাঠয়িছেনে: “সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূলগণ প্ররেণ করছে,ি যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহ্র বরিুদ্ধে মানুষরে কোন অভযিোগ না থাকে।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৫]

নবী-রাসূলগণরে সংখ্যা অনকে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ ২৫ জন নবীর নাম উল্লখে করছেনে। তাঁদরে সকলরে উপর ঈমান আনা ফরয। তাঁরা হচ্ছে- আদম, ইদ্রসি, নূহ, হুদ, সালহে, ইব্রাহমি, লুত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, শুয়াইব, আইয়ুব, যুলকফিল, মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, ইলয়িাস, আল-ইসাআ, ইউনুস, যাকরয়িযা, ইয়াহইয়া, ইসা, মুহাম্মদ (তাঁদরে সকলরে উপর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক)।

কুরআনে কারীম হচ্ছে সবচয়েে মর্যাদাবান ও সর্বশষে আসমানী গ্রন্থ। কুরআন তার পূর্বে নাযলি হওয়া গ্রন্থসমূহকে রহতিকারী এবং সগেুলোর উপর কর্তৃত্বকারী। তাই কুরআন অনুযায়ী আমল করা ও অন্য কতিাবরে উপর আমল বর্জন করা ফরয। “আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কতিাব নাযলি করছে িইতোপূর্বকোর কতিাবসমূহরে সত্যতা প্রতপিন্নকারী ও সগেুলোর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযলি করছেনে সে অনুযায়ী আপনি তাদরে বচিার নষ্পিত্তি করুন।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ্ বনী আদমরে মধ্য থকেে কাউকে কাউকে রাসূল ও নবী হসিবেে মনোনীত করছেনে এবং প্রত্যকে উম্মতরে কাছে নবী-রাসূল পাঠয়িছেনে। তনিি তাদরেকে এক আল্লাহ্র ইবাদতরে দকিে মানুষকে আহ্বান করার এবং শরয়িতরে বধিি-বধিান বর্ণনা করার নর্দিশে দয়িছেনে; যে বধিি-বধিানরে মধ্যে দুনয়িা ও আখরিাতরে সুখ-শান্তি নহিতি রয়ছে।ে তনিি তাদরেকে নর্দিশে দয়িছেনে— ঈমানদারদরেকে জান্নাতরে সুসংবাদ দয়োর ও কাফরেদরেকে জাহান্নামরে হুমকি দয়োর: “আর আমরা অবশ্যই প্রত্যকে জাতরি মধ্যে রাসূল পাঠয়িছেলিাম এ নর্দিশে দয়িে য,ে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদরে কছিু সংখ্যককে আল্লাহ্ হদিায়াত দয়িছেনে, আর তাদরে কছিু সংখ্যকরে উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়ছেলি।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ্ তাআলা কছিু কছিু নবী-রাসূলকে অন্য নবী-রাসূলদরে উপর মর্যাদা দয়িছেনে। রাসূলগণরে মধ্যে সবচয়েে শ্রষ্ঠে হচ্ছনে তাঁরা যাদরেকে বলা হয় ‘উলুল আযম’। তাঁরা হচ্ছনে- নূহ, ইব্রাহমি, মুসা, ইসা ও মুহাম্মদ (তাঁদরে উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া বর্ষতি হোক)। আর এঁদরে মধ্যে সবচয়েে শ্রষ্ঠে হচ্ছনে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রত্যকে নবীকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কওমরে লোকদরে নকিট পাঠাতনে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতরি কাছে পাঠয়িছেনে। তনিি হচ্ছনে- সর্বশষে ও সর্বশ্রষ্ঠে নবী ও রাসূল। তাঁর সম্পর্কে

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষরে জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্ররণ করছে; কন্তিু অধকিাংশ মানুষ জানে না।”[সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ্ নবী-রাসূলকে মনোনীত করছেনে এবং তাদরেকে তাদরে কওমরে জন্য আদর্শ-পুরুষ বানয়িছেনে। আল্লাহ্ তাঁদরেকে প্রতপিালন করছেনে, শষ্টিাচার শক্ষিা দয়িছেনে, রসিালত দয়িে (বার্তাবাহক বানয়িে) সম্মানতি করছেনে, পাপ-পঙ্কলিতায় লপ্তি হওয়া থকেে তাদরেকে সুরক্ষা করছেনে এবং মোজজো প্রদান করার মাধ্যমে তাদরে শক্তি বৃদ্ধি করছেনে। তাই নবী-রাসূলগণ হচ্ছনে পরপিূর্ণ আকার ও আখলাকরে অধকিারী, জ্ঞানরে ক্ষত্রেে শ্রষ্ঠে, সত্যভাষী এবং সুশোভতি জীবনধারার অধকিারী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদরে সম্পর্কে বলনে: “আর আমরা তাদরেকে করছেলিাম নতো; তারা আমাদরে নর্দিশে অনুসারে মানুষকে সঠকি পথ দখোত; আর আমরা তাদরেকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়মে করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠয়িছেলিাম; এবং তারা আমাদরেই ইবাদতকারী ছলি।”[সূরা আম্বয়িা, আয়াত: ৭৩]

নবীগণ আল্লাহ্র আনুগত্য ও চরত্রি মাধুর্যরে ক্ষত্রেে এমন উচ্চ মর্যাদার অধকিারী হওয়ার কারণে আল্লাহ আমাদরেকে তাঁদরে অনুসরণ করার আদশে দয়িছেনে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এরাই তারা, যাদরেকে আল্লাহ্ হদিায়াত দান করছেনে, কাজইে আপনি তাদরে পথ অনুসরণ করুন।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৯০]

আমাদরে নবীর মধ্যে সকল নবী-রাসূলরে ভাল গুণাবলী সন্নবিশেতি হয়ছেে এবং আল্লাহ্ তাঁকে উন্নত আখলাক দান করছেনে। তাই আমাদরেকে প্রতটিি ক্ষত্রেে তাঁকে অনুসরণ করার নর্দিশে দয়িছেনে। “অবশ্যই তোমাদরে জন্য রয়ছেে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ; তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ্ ও শষে দনিরে এবং আল্লাহ্কে বশেি বশেি স্মরণ করে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

সকল নবী ও রাসূলরে প্রতি ঈমান আনা ইসলামী আকদিার অন্যতম রুকন; যে রুকনগুলোর প্রতি ঈমান না-আনলে কোন মুসলমানরে ঈমান পূর্ণ হবে না। কারণ নবী-রাসূলগণ সকলে একই আকদিার দকিে আহ্বান করছেনে। আর তা হচ্ছ- এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তোমেরা বল, ‘আমরা ঈমান এনছেি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদরে প্রতি নাযলি হয়ছেে এবং যা ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইসহাক, ইয়া’কুব ও তার বংশধরদরে প্রতি নাযলি হয়ছেে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদরে রব- এর নকিট হতে দয়ো হয়ছেে। আমরা তাদরে মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]